ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ধারণাপত্র

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩

জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন

নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে উপজীব্য করে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালে দিবসটিকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দিলেও, নারী-পুরুষের সমতা ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় দিবসটি পালনের ইতিহাস শত বছরেরও বেশি পুরোনো। নারী অধিকার আন্দোলন ও দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন এক সূত্রে গাঁথা– এই চেতনায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) প্রতি বছর অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে। এ বছর জাতিসংঘ দিবসটি পালনে উপজীব্য করেছে **'DigitALL: Innovation and technology for gender equality'**[১] বিষয়টিকে। এর সঙ্গে মিল রেখে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী দিবসের প্রতিপাদ্য করেছে– **ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন**।[২]

নারী সমতা প্রতিষ্ঠা: বাংলাদেশের অঙ্গীকার

পুরো বিশ্বের মতো বাংলাদেশেরও মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাই জনসম্পদের অর্ধেককে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় অর্ন্তভুক্তি নিশ্চিত না করে, টেকসই উন্নয়ন যেমন অসম্ভব, তেমনি নেতৃত্বে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ ছাড়া জেন্ডার সমতা ও সুশাসন নিশ্চিত করাও সম্ভব নয়। জাতিসংঘের সিড্ও[৩] সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নারী ও শিশুর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(২) অনুচ্ছেদে "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার" এর কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ২৮(৪) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে "নারী বা শিশুদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়নে রাষ্ট্রকে নিবৃত করা যাবে না"। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১– এ নারী-পুরুষের সমান সুযোগ এবং সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।[৪] এর ভিত্তিতে ২০২৫ সালের মধ্যে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতামুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষে "নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে জাতীয় পরিকল্পনা ২০১৩-২০২৫" গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০২১-২০২৫) জেন্ডার বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রাতেও শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ নিশ্চিত করে জেন্ডার অসমতা কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে।[৫]

জেন্ডার সমতা ও ক্ষমতায়ন

নারী-পুরুষ সমতায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। তবে সেই অবস্থান ধরে রাখা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বৈশ্বিক লিঙ্গবৈষম্য সূচকে (গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স)–এর ফলাফলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তা কিছুটা বোঝা যাবে। বৈশ্বিক এই সূচকে বছর বছর পিছিয়েই চলেছে বাংলাদেশ। ২০২১ সালে যেখানে ১৫৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিলো ৬৫ তম, সেখানে ২০২২ এর প্রতিবেদনে পিছিয়েছে ৬ ধাপ। অর্থাৎ ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এবার ৭১তম।[৬] দুই বছর আগের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান ছিলো ৫০তম, ২০১৮ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ৪৮তম। অর্থাৎ, বাংলাদেশ লৈঙ্গিক সাম্যের উল্টো পথে হাটছে। ২০২২ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বে বাংলাদেশ দুই ধাপ পিছিয়ে নবম স্থানে নেমে এসেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে দুই ধাপ নেমে আছে ১২৩তম স্থানে। তবে আশার কথা, স্বাস্থ্য সেবাপ্রাপ্তিতে পাঁচ ধাপ এগিয়ে ১২৯তম এবং অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণে ছয় ধাপ এগিয়ে ১৪১তম অবস্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পাঁচ দশক পেরিয়ে আসা বাংলাদেশের জন্য স্বস্তির ব্যাপার হলো– টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৫ অনুযায়ী নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারী-পুরুষের বৈষম্যরোধ এবং নারী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বাংলাদেশের অগ্রগতি আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত। মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসেও প্রতিবেশি দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ এগিয়ে আছে।

জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে হাতিয়ার প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বৈশ্বিক লিঙ্গবৈষম্য সূচক-২০২২ এর প্রতিবেদনে একটি পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় নারী-পুরুষের সমতা সৃষ্টিতে সময় লাগবে ১৯৭ বছর।[৭] আশার ব্যাপার হলো, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন নারী বা পুরুষ কোনো লৈঙ্গিক পরিচয়ই চেনে না। সুতরাং নারীর জন্য প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনই হতে পারে জেন্ডার বৈষম্যের অচলায়তন ভেঙে সমতার পথে

[১] https://rb.gy/87adew
[২] http://www.mowca.gov.bd/
[৩] https://rb.gy/s4djvk
[৪] https://cutt.ly/0PFSzrC
[৫] https://cutt.ly/dPFHWIY
[৬] https://rb.gy/pnlhlw
[৭] https://rb.gy/pnlhlw

এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম হাতিয়ার। স্বাধীনতার পঞ্চম দশক পেরিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির বড় অর্জন হলো– শ্রমবাজারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান। আনুষ্ঠানিক কাজের মাধ্যমে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে নারীর অবদান প্রায় ২০ শতাংশ। পরিবারকে ঘিরে নারীর কাজ অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজ বিবেচনায় আনা হলে, তা দাঁড়াবে ৪৮ শতাংশে।[৮] সর্বশেষ জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ অনুযায়ী, প্রায় ২ কোটি নারী কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতসহ বিভিন্ন কাজে যুক্ত রয়েছেন এবং সংখ্যাটি ক্রমেই বাড়ছে। করোনাকালে ও তার পরবর্তী সময়ে প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে আশাব্যঞ্জক হারে। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এখন অনেক নারী উদ্যোক্তা হয়ে উঠছেন। যার বড় উদহারণ, দেশে ফেসবুকভিত্তিক ই-কমার্স নারী উদ্যোক্তাদের (এফ-কমার্স) সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম উই। সংগঠনটির সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৩ লাখ। এরমধ্যে ৪ লাখ নারী সরাসরি কাজ করছেন।[৯] অর্থাৎ নারীরা স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতেও প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছেন। শুধু ই-কমার্স নয়, পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নারীরা ফ্রিল্যান্সিংয়েও নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছেন। অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউট (ওআইআই), অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও আইএলও পরিচালিত অনলাইন লেবার অবসারভেটরির তথ্য অনুযায়ী, অনলাইন শ্রমশক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমানে দ্বিতীয় (বিশ্বের মোট বাজারের প্রায় ১৫ শতাংশ), এর মধ্যে ১৬.৯ শতাংশই নারী।[১০] ২০১৪ সালে অনলাইনে কাজে নারীর অংশগ্রহণের হার ছিলো মাত্র ৯ শতাংশ। এই অগ্রগতির অনেকটাই সম্ভব হয়েছে নারীর ইন্টারনেট ও প্রযুক্তিগত অভিগম্যতা সৃষ্টির মাধ্যমেই।

কিন্তু প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য (Digital Divide) দেশে এখনো প্রকট। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ব্যবহার জরিপ ২০২২ ফলাফল বলছে, দেশে ৩৩.৯ শতাংশ পুরুষের বিপরীতে ২০.৮ শতাংশ নারী ও ২৮.৯ শতাংশ তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের স্মার্টফোন রয়েছে। ৬ শতাংশ পুরুষের বিপরীতে মাত্র ১.৪ শতাংশ নারীর কম্পিউটার রয়েছে। তাছাড়া, ৪৫.৩ শতাংশ পুরুষের বিপরীতে মাত্র ৩২.৭ নারী ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন।[১১] বাংলাদেশ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ অনুযায়ী আইসিটিনির্ভর ও উদ্ভাবনমুখী অর্থনীতি সৃষ্টির লক্ষ্যে[১২] পৌঁছানোর সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে নারীর সমান ও কার্যকর অংশগ্রহণ। সুতরাং প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে জেন্ডার বৈষম্য নিরসনের হাতিয়ার করে তুলতে গেলে প্রথমেই নারীর কাছে প্রযুক্তিকে পৌঁছে দিতে হবে। ডিভাইসের সহজলভ্যতা, ইন্টারনেটের ব্যয় কমানোর পাশাপাশি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা গেলে ডিজিটাল পৃথিবীতে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব।

নারীর প্রতি সহিংসতা

প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কজনকভাবে বেড়ে চলেছে অনলাইন সহিংসতা। নারীকে অনলাইন সহিংসতা থেকে সুরক্ষিত রাখতে না পারলে নারী ক্ষমতায়ন বা সমতা অর্জনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তর করা সম্ভব হবে না। অনলাইনে অশ্লীল, যৌন হয়রানিমূলক বার্তা ও ছবি পাঠানো, ভুয়া আইডি তৈরির মাধ্যমে সহিংসতার শিকার হচ্ছেন নারীরা। উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান অ্যাকশন এইডের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, অনলাইনে প্রায় ৬৪ শতাংশ নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছেন, আগের বছরের তুলনায় যা ১৪ শতাংশ বেশি।[১৩] অনলাইন সহিংসতার ফলে মানসিক আঘাত, হতাশা, উদ্বেগ, ট্রমার শিকার হচ্ছেন নারীরা। ফেসবুকে আপত্তিকর ছবি ছড়িয়ে দেওয়ায় ২০২২ সালে স্কুল-কলেজের চার শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করে বলে জানায় আঁচল ফাউন্ডেশন। অন্যদিকে গণমাধ্যমের সংবাদে জানা যায়, ২০২৩ সালে চাঁদপুরে মোবাইল ফোনে ধারণ করা ছবি ও ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়ায় এক স্কুলছাত্রী বিষপানে আত্মহত্যা করে।[১৪]

দুর্নীতি ও সুশাসন

দুর্নীতি নারীর প্রতি সহিংসতা রোধের বিপরীতে ন্যায়বিচারকে বাধাগ্রস্ত করার পাশাপাশি জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের অঙ্গীকারকে ভূলুণ্ঠিত করে চলেছে। টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০২১ এ দেখা যায়, সেবাগ্রহণকারী হিসেবে ৪৩ দশমিক ২ শতাংশ নারী দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। জরিপে প্রাপ্ত উপাত্তের পরিসংখ্যান টেস্টে দেখা যায়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য খাতগুলো থেকে সেবা নিতে গিয়ে পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন।[১৫] বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, যেসব দেশে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষময়তায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে, সেসব দেশসমূহে দুর্নীতির ব্যাপকতা তুলনামূলকভাবে কম। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও দুর্নীতির কারণে নারীর ক্ষমতায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। টিআইবি মনে করে, দুর্নীতির কারণে পুরুষের তুলনায় নারী অনেক বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন। টিআইবির গবেষণা অনুযায়ী, পুরুষের দুর্নীতিলব্ধ সম্পদ আড়াল করতে নারীকে ব্যবহার করা হয়। টিআইবি বিশ্বাস করে, টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা এবং নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন বন্ধের পূর্বশর্ত হিসেবে দুর্নীতি কমিয়ে আনতে হবে।

---

[৮] https://cpd.org.bd/wp-content/uploads/2019/10/CPD-Working-Paper-124-Women-in-Bangladesh-Labour-Market-.pdf
[৯] https://rb.gy/8yq1ro
[১০] http://onlinelabourobservatory.org/oli-supply/
[১১] https://rb.gy/dc7y3q
[১২] https://rb.gy/ic5sn4
[১৩] https://www.actionaidbd.org/storage/app/media//Research%20Findings_Online%20Violence%20Against%20Women.pdf
[১৪] https://www.kalerkantho.com/online/national/2023/02/04/1242785
[১৫] https://www.ti-bangladesh.org/articles/household-survey/6521

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩: টিআইবির দাবি

জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষে টিআইবি দেশব্যাপী জাতীয় পর্যায়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কাজ করছে। স্থানীয় পর্যায়ে দেশব্যাপী ৪৫টি অঞ্চলে টিআইবির অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভাসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং নানাবিধ অনুষ্ঠান ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম আয়োজন করেছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জেন্ডার সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করে টেকসই উন্নয়ন অর্জনে সরকারের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে করণীয় হিসেবে টিআইবি আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩ উপলক্ষে নিম্নলিখিত ১০ দফা দাবি উত্থাপন করছে–

১. জেন্ডার সমতা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে নারীর অভিগম্যতা নিশ্চিত, ইন্টারনেট ও প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস সুলভ করা এবং বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। অনলাইনে সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে নারীর সুরক্ষা নিশ্চিতে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২. টেকসই উন্নয়ন অর্জনের কর্মপরিকল্পনায় অভীষ্ট-৫ ও ১৬ কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন বন্ধের পূর্বশর্ত হিসেবে দুর্নীতি কমিয়ে আনাসহ সরকারকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করতে হবে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে জাতীয় পরিকল্পনা ২০১৩-২০২৫ পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবায়ন করতে হবে;

৩. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও সর্বস্তরে সুশাসন নিশ্চিতের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পথরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে;

৪. নারী ও শিশু নির্যাতনসহ সকল প্রকার নারী অধিকার হরণের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠানকে– বিশেষ করে প্রশাসন, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতি প্রতিরোধ, শুদ্ধাচার, জবাবদিহিতা ও সার্বিক সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে;

৫. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন প্রতিরোধে রাজনৈতিক দলসমূহের মানসিকতায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। "গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (সংশোধিত) আইন ২০০৯" অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোকে নারী প্রার্থী মনোনয়ন বাড়াতে হবে। সকল রাজনৈতিক দলের কমিটিতে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে;

৬. শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ন্যায়বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব নিশ্চিতে যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ;

৭. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয় ও সম্পদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত দায় সম্পর্কে নারীদের সচেতন করতে প্রচারণা জোরদার করতে হবে। নারীর নামে অবৈধ সম্পদ অর্জনের আইনি বিধান ও সাজা সর্ম্পকে সচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে;

৮. স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমি ও স্থানীয় সরকার, আইনি সংস্থা ও বিচারালয়সহ নারীরা সেবা নিতে যান এমন প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবা– বিশেষ করে নারীদের জন্য প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে জেন্ডার সংবেদনশীল পদ্ধতিতে তথ্য প্রচার করতে হবে এবং নারীদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে;

৯. সকল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখার নিশ্চয়তাসহ একটি নারীবান্ধব অভিযোগ প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে;

১০. নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি বন্ধে ব্যক্তির রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান, মর্যাদা ও প্রভাব বিবেচনা না করে আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলাগুলোর দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরোনো), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬ ফ্যাক্স: ৪৮১১৩১০১
info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org
www.facebook.com/TIBangladesh